তারিখ 20 JUN 1987
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

দৈনিক ইত্তেফাক

038

প্রবৃদ্ধির হার ৪·৪ ভাগ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামান চলতি অর্থ বৎসরে (৮৬-৮৭) ৫ দশমিক ২ ভাগ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার স্থলে জাতীয় প্রবৃদ্ধি ৪ দশমিক ৪ ভাগ হইবে বলিয়া গতকাল (বৃহস্পতিবার) সংসদে

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

প্রবৃদ্ধির হার ৪'৪ ভাগ

(১ম পৃঃ পর)

জানান। রাজস্ব ব্যয় মূল বরাদ্দ হইতে ২১৬কোটি টাকা বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন কর্মসূচীর ব্যয় মূল বরাদ্দ হইতে ২৫১ কোটি টাকা হ্রাসের তথ্য তিনি সংসদে পরিবেশন করেন। তিনি জানান, খাদ্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ৯ লক্ষ টন হ্রাস, জরুরী ভিত্তিতে ৫ লক্ষ টন খাদ্য আমদানী, পাট ও চায়ের মূল্য ডিসেম্বর পর্যন্ত কম থাকায় রপ্তানি হ্রাস, রিজার্ভ দেড় মাসের আমদানী ব্যয়ের সমানে সংকোচন, কৃষিঋণ বিতরণ ১০৪০ কোটি টাকার স্থলে ৭৫০ কোটি টাকায় নামিয়া যাওয়া, গ্রামাঞ্চলে ক্রয়ক্ষমতা কমিয়া শিল্পে উৎপাদন হ্রাসের ফলে ডিসেম্বর পর্যন্ত জাতীয় জীবনে এক মন্দার কাল অতিবাহিত হয়। আমদানী অর্থ বৎসরের প্রথমার্ধে কমিয়া যাওয়ায় শুল্ক ও বিক্রয়কর হ্রাস পাইয়া স্থানীয় মুদ্রার অভাবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন ব্যাহত হইয়াছে।

তিনি জানান, জানুয়ারী হইতে পাটসহ প্রচলিত-অপ্রচলিত পণ্যের আন্তর্জাতিক দর বৃদ্ধি, পাট-বস্ত্র খাদ্য-সার-কাগজ- চিনি শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধিতে মন্দা কাটিতে শুরু করে।

চলতি অর্থবৎসরে আগের বৎসরের চাইতে দেড় লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইয়া সার বিক্রয় ১৩ লক্ষ টনে উন্নীত হইবে। রপ্তানি আয় লক্ষ্য অপেক্ষা ১২ কোটি ডলার হ্রাস পাইলেও গত বৎসরের তুলনায় ১৯ ভাগ বাড়িয়াছে। আমদানী ২৪০ কোটি ডলারে পৌছিয়াছে, যাহা আগের বৎসরের তুলনায় কিঞ্চিৎ বেশী। ডিসেম্বরের আগে রিজার্ভ ৩০ কোটি ডলারে নামিয়াছিল। এক্ষণে বৈদেশিক সাহায্য, রপ্তানি আয়, আইএমএফ সাহায্য মিলাইয়া ৮০ কোটি ডলারে উন্নীত হইয়াছে। তিনি ইহাকে স্বাধীনতা পরবর্তী সর্বোচ্চ অঙ্ক বলিয়া বর্ণনা করেন।

সংশোধিত বাজেট

অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামান ৮৬-৮৭-র সংশোধিত বাজেট জাতীয় সংসদে পেশকালে গতকাল (বৃহস্পতিবার) জানান, ২৪৮ কোটি টাকা কর প্রাপ্তি হ্রাস ও ১২৫ কোটি টাকা কর বহির্ভূত রাজস্ব আয় বৃদ্ধির ফলে ৪৮৪০ কোটি টাকার মূল রাজস্ব বাজেট সংশোধনের পর্যায়ে ৪৭১৭ কোটি টাকায় সংকুচিত হয়। অথচ অনুন্নয়নমূলক সরকারী রাজস্ব ব্যয় ৩৭৪০ কোটি টাকার স্থলে ৩৯৫৬ কোটি টাকায় বাড়িয়া যায়। ফলে প্রত্যাশিত ১১০০ কোটি টাকার উদ্বৃত্ত ৭৬১ কোটি টাকায় নামিয়া আসিয়াছে। অনুদান বৃদ্ধি, ত্রাণ, সমাজকল্যাণ ব্যয়, শিক্ষাখাতে বাজেট-উত্তর অনুদান বৃদ্ধি, বৈদেশিক ঋণ ও সুদের কিস্তি বৃদ্ধি, প্রতিরক্ষা খাতসহ সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির সাথে ৮৬-৮৭-র জাতীয় বাজেটে রেলের ১০৪ কোটি টাকার ঘাটতি যুক্ত হইয়াছে।

আমদানী হ্রাসের ফলে শুল্ক রাজস্ব কমিয়া ৮৬-৮৭-র ৪৭৬৪ কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীও ৪৫১৩ কোটি টাকায় সংকুচিত হয়। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের নিজস্ব সম্পদ সংস্থান ২৫০ কোটি টাকা হইতে এ বৎসর ২০০ কোটি টাকায় নামিয়া আসে। ২০২৪ কোটি টাকার স্থানীয় মুদ্রা ও ২৪৮৮ কোটি টাকার প্রকল্প সাহায্যে এডিপি বাস্তবায়নের ফলে সাবিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হইয়াছে মাত্র ৪ দশমিক ৪ ভাগ। এ বৎসর কৃষি খাতের অগ্রগতি ৩'৬, শিল্প খাতের অগ্রগতি ৭'৪, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের অগ্রগতি ১৪ দশমিক ৫, অবকাঠামোর অগ্রগতি ৭ দশমিক ৫, [illegible] অগ্রগতি ৫ ভাগের কম।